বিনোদন entertainment

সম্পাদনায় ঃ শেখর ই গোমেজ

নজরুলের গানে মানুষের জন্মগত অনুভূতি একাকার হয়ে গেছে –ফাতেমা-তুজ-জোহরা

নজরুল সঙ্গীতের জগতে ফাতেমা তুজ জোহরা একটি দীপ্তিময় নাম। তার সুললিত কণ্ঠে কবি নজরুল ইসলামের গান স্বমহিমায় মূর্ত হয়ে উঠে। তিনি তার চর্চিত কণ্ঠ মাধুর্য্য দিয়ে নজরুল সঙ্গীতকে পৌঁছে দিয়েছেন জনপ্রিয়তার চরম শিখরে।

নজরুল সঙ্গীতের এই জনপ্রিয় শিল্পী সম্প্রতি টরন্টো ঘুরে গেলেন। তিনি এসেছিলেন দেশী টেলিভিশন আয়োজিত নজরুল সম্মেলনে যোগ দিতে। সম্মেলনে তার পরিবেশিত নজরুল সঙ্গীত দর্শক শ্রোতারা উপভোগ করেন এক অনির্বচনীয় মুগ্ধতায়। সম্মেলনের এক ফাঁকে তার একটি একান্ত সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন 'দেশে বিদেশে'র বিনোদন সম্পাদক শেখর-ই গোমেজ।

শেখর ঃ নজরুল সম্মেলনে যোগ দিতে এসে এই প্রবাসের বাঙালি দর্শক শ্রোতাদের কাছ থেকে কেমন সাড়া পেলেন?

ফাতেমা তুজ জোহরা ঃ তাৎক্ষণিক সাড়াটা যেমনটা আশা করি তেমনই পেয়েছি। আমার গায়কীর ভিতরে যে চর্চা তা দর্শক শ্রোতারা বুঝতে পারলে তাদের সাড়াটা হয় স্বতঃস্ফূর্ত। আমি সেই স্বতঃস্ফূর্ত সাড়াই এখানে পেয়েছি। আমার মনে হয়েছে আমার গান তারা হৃদয় দিয়ে উপভোগ করেছেন। এই বিদগ্ধ দর্শক শ্রোতার সামনে নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করে আমার খুব ভাল লাগলো।

শেখর ঃ নজরুল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে প্রবাসে বাঙালিদের নজরুল চর্চা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আশা করি পেয়েছেন। এই ধারণাটা কেমন?

ফাতেমা তুজ জোহরা ঃ আমি বলব আমার এই ধারণাটা অত্যন্ত সুখপ্রদ। এই সম্মেলনে নজরুলের বিভিন্ন দিক নিয়ে যে আলোচনা উপস্থাপিত হলো, যে গান ও আবৃত্তি পরিবেশিত হলো তা ছিল খুবই উচ্চমার্গের। প্রবাসে নজরুল চর্চার এই চিত্রটি দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ।

শেখর ঃ নজরুলের অনন্য সৃষ্টিগুলির একটি হচ্ছে নজরুল সঙ্গীত। এই নজরুল সঙ্গীতকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য কি ধরণের উদ্যোগ নেয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন?

ফাতেমা তুজ জোহরা ঃ নজরুল সঙ্গীত আরো বেশী করে পরিবেশনা ও প্রচারের মাধ্যমেই এটা করা যায় বলে আমি বিশ্বাস করি। নজরুলের গান হচ্ছে চিরন্তন আধুনিক গান, যা রাগাশ্রয়ী এবং রাগপ্রধান। তাই তার গান পরিবেশনার ক্ষেত্রে গায়কীটা অক্ষুণ্ন রাখা অত্যন্ত জরুরী। আর এই গায়কীকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করতে হবে। এটা করতে হবে আরো বেশী করে প্রচার ও পরিবেশনার মাধ্যমে।

শেখর ঃ বাংলাদেশে নজরুল সঙ্গীত চর্চা এখন কোন পর্যায়ে আছে বলে আপনি মনে করেন?

ফাতেমা তুজ জোহরা ঃ বাংলাদেশে নজরুল সঙ্গীতের চর্চা বেশ জোরেসোরেই হচ্ছে। আমি বলব এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ ভাল অবস্থানেই আছে। নতুন অনেকে ভাল গাইছেন। এই চর্চাকে ব্যাপকতর করার জন্য প্রচার খুব প্রয়োজন। স্পন্সরশীপের মাধ্যমে এই প্রচারকে জোরদার করা যায়। আমরা গত নজরুল জয়ন্তী পালন করেছি ব্যাপকভাবে। সেখানে অনেক প্রবীণ নবীন নজরুল সঙ্গীত শিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন। এটি সম্ভব হয়েছে গ্রামীণ কোন পুরো অনুষ্ঠানটি স্পন্সর করায়। এই প্রথম একটি কোম্পানী নজরুল জয়ন্তীর মত একটি অনুষ্ঠান স্পন্সর করলো। এভাবে বড় বড় কোম্পানীগুলি এগিয়ে আসলে বাংলাদেশে নজরুল সঙ্গীত চর্চা আরো ব্যাপক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। তাছাড়া প্রচার মাধ্যমগুলিরও আরো উদ্যোগ নেয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি।

শেখর ঃ নজরুলের একই গান বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্নভাবে পরিবেশন করেন। এতে কি নজরুল সঙ্গীতের সুরের মৌলিকত্ব ক্ষুন্ন হচ্ছে না?

ফাতেমা তুজ জোহরা ঃ নজরুল নিজেই বলেছেন, আমি দিয়ে গেলাম, তা নিজের মত করে পরিবেশনের দায়িত্ব শিল্পীর। তবে সেইসঙ্গে তিনি পরিমিতিবোধের কথাটাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। গায়কী, শব্দ প্রক্ষেপণ ও শব্দের মডিউলেশনের কারণে একই গান বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে বিভিন্ন রকম লাগতেই পারে। আগেই বলেছি, নজরুলের গানগুলি হচ্ছে রাগপ্রধান ও রাগাশ্রয়ী। তার গান গাওয়ার সময় রাগের অ্যাপ্লিকেশনটা ঠিকমত হচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা জরুরী।

শেখর ঃ আপনার শিল্পী সত্ত্বার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে আপনি নজরুল সঙ্গীতকে বেছে নিলেন কেন?

ফাতেমা তুজ জোহরা ঃ নজরুল সঙ্গীতকে বেছে নেয়ার ব্যাপারটা, আমি বলব, ঝর্নাধারার মতই স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর গানে আমি পেয়েছি অলৌকিক সৃষ্টির সন্ধান। মানুষের জন্মগত অনুভূতি একাকার হয়ে গেছে তাঁর গানে।

জ্যাকি চ্যানের ছবি নিয়ে চীন সরকারের আপত্তি

হংকং, ৩১ জুলাই (এপি)।-

জ্যাকি চ্যান অভিনীতি একশন ধর্মী পুলিশ কমেডি 'রাশ আওয়ার-৩' ছবিতে তার এবং সেই সাথে সহঅভিনেতাদের ভূমিকা নিয়ে আপত্তি তুলেছে চীন। তারা অভিযোগ করেছে, তাদের ভূমিকা চীন বিরোধী হয়েছে। এ কারণে ছবিটির মুক্তি নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে বলে মঙ্গলবার হলিউড ট্রেড ম্যাগাজিন জানায়।

ভ্যারাইটি ম্যাগাজিনের ওয়েব সাইটে প্রকাশ, ছবিটির একটি দৃশ্যে জ্যাকি চ্যান ও চেরিস টুকারকে প্যারিসে চাইনিজ গ্যাংস্টারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেখা যায়, যা স্বদেশ বিরোধী বলে চীন সরকারের অভিযোগ।

চাইনিজ ফ্লিম ব্যুরো বিদেশী ছবি নির্মাতাদের প্রায়শই ছবির কোন অংশ তাদের কাছে আপত্তিকর মনে হলে সেটা পরিবর্তন করিয়ে নেয়।

এ সংস্থা বিদেশী ছবির ব্যাপারে খুবই সতর্ক এবং তারা বছরে ২০টির বেশি বিদেশি ছবি মুক্তি দেয় না।

ভ্যারাইটি ম্যাগাজিন চীনা কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, তারা রাশ আওয়ার-৩ ছবির নির্মাতাকে ছবিটি সম্পাদনার সুযোগ দিয়েছেন।

সত্যিই বস্ শিবাজি!

।। নির্মল ধর ।।

তার প্রকৃত নাম শিবাজিরাও গায়কোয়াড়। সারা দাক্ষিণাত্যে পরিচিতি 'রজনীকান্ত' নামে। তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের গরিব, অতি সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, রিকশাওয়ালা থেকে সুপারিওয়ালা, ডিসকোথেকের জকি থেকে উঠতি বিজনেসম্যান-সবার নয়নের মণি রজনীকান্ত। দেশ জুড়ে অন্তত তিনহাজার রেজিস্টার্ড ফ্যান ক্লাব (যা খোদ শাহরুখ অমিতাভরও নেই!)। রজনীকান্তর ছবির রিলিজের সময় তার 'গুণমুগ্ধরা' রজনীর বিশাল কাটআউটকে দুধে-বিয়ারে স্নান করায়, মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে মানত করে পুজো দেয়। প্রতিদিন প্রাসাদোপম বাড়ি থেকে বেরনোর সময় কয়েকশো লোক সদর গেটে পাঁচশো-একশো টাকার নোট হাতে দাঁড়িয়ে থাকে 'বস্'-এর সই নেবে বলে। এমন ক্যারিশমা ছড়ানো নায়ককে 'বস্ না বললে আর কীই বা বলা যাবে।

রজনীকান্ত'র নতুন ছবি 'শিবাজি দ্য বস্'-এ সত্যিই তিনি এবার স্ব-নামেই তামিল সিনেমার 'বস্' হতে চাইছেন। বোধহয় হয়েও গেলেন। এটি রজনীর ১০০তম ছবি। সারা পৃথিবী জুড়ে প্রিন্ট ছাড়া হয়েছে দুহাজার নশোটি। (যা কোনও ভারতীয় ছবির হয়নি) সাকুল্যে ছবির বাজেট পঁচাশি কোটি টাকা।

শোনা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই 'শিবাজি' দেড়শো কোটি টাকা তুলে নিয়েছে। ইউরোপ, ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া জুড়ে হইচই। প্রিন্ট ঠিক সময়ে না পৌছানো হলে ভাঙচুরও হয়েছে সিঙ্গাপুরের মতো জায়গায়। এই কলকাতাতেও গত শুক্রবার সিটি সেন্টারের আইনক্সে রজনী ফ্যানদের কম দাপাদাপি দেখলাম না। হলের তৃতীয় বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সেদিন ফসিলস্ গান পরিবেশন করছিল। রূপমের গানের সঙ্গে অতি উৎসাহী শ্রোতারা যেমন হাততালি, মাথা নাড়ানোর প্রতিযোগিতা চালাচ্ছিল, হলের ভেতরেও তখন পর্দায় রজনীকান্ত শিবাজিকে দেখে প্রায় একই ধরনের হিস্টিরিয়া চলেছে। অতি সাধারণ চেহারার বেজায় কালো রংয়ের প্রায় ষাট ছুঁতে চলা এই তরুণকে বছর পনেরো আগে সাক্ষাৎ করেছিলাম চেন্নাইয়ের এক স্টুডিওয়। তখনই তিনি তারকা, হয়তো মহাতারকা নন। কিন্তু তার কথায়, ব্যবহারে এতটুকু গর্বের হাওয়া উড়তে দেখিনি। একবারেই সাদামাটা মাটির মানুষ। বোধহয় সেই কারণেই সাধারণ মানুষের এত কাছের জন। এই 'শিবাজি দ্য বস্' ছবিতেও রজনী দুঃস্থ দুখীদের জন্য আমেরিকা থেকে দুশো কোটি টাকা এনে মেধাবী গরিব ছাত্রদের প্রায় বিনা খরচে ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর জন্য কলেজ খুলতে চান। কিন্তু তার সেই কাজে বাধা হয় আদি, যে একই ধরনের কলেজ চালায় প্রচুর খরচ দিয়ে। সরকারি কর্মীদের 'ঘুষ' দিয়ে কলেজ বাড়ি চালু করলেও আদির ষড়যন্ত্রে তা ভেস্তে যায়। এমনকি আদালতে কপর্দকহীন হয়ে পড়ায় আদি-ই তাকে একটি একটাকার কয়েন ভিক্ষা দেয়। আর সেই কয়েনটি দিয়েই শিবাজি শুরু করেন দেশের দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়িদের কাছ থেকে কালো টাকা সংগ্রহ অভিযান। বাদ পড়ে না আদিও। সুতরাং আবার প্রত্যাখ্যাত। এবার জেলবন্দী। কিন্তু তা আর কতক্ষণ? 'মৃত' শিবাজি নতুন চেহারায় এমজিআর (সরি, এম-জি রামচন্দ্রণ নয়, এম জি রবিচন্দ্রন) হয়ে। এবার আর ঠেকায় কে তাকে। নাচে-গানে-অ্যাকশনে টইটুম্বুর শিবাজি 'ম্যাট্রিক্স'-এর কিনা রিভস-এর মতো মারপিট করেন-সেটা বলাই মুশকিল। আনন্দ কে-ভি'র ফটোগ্রাফি, শংকার-এর পরিচালনা ছবির প্রতিটি ফ্রেমে-ই বুঝিয়ে দেয় ছবির বস্‌কে। আদ্যন্ত রজনীকান্তে মোড়া 'শিবাজি' গল্প ছাড়িয়ে নিজস্ব উজ্জ্বলতায় আইনক্স ভর্তি দর্শকের ঘন ঘন চিৎকার, উল্লাস আর হর্ষধ্বনি বুঝিয়ে দিয়েছে তামিল সিনেমার সূর্যচন্দ্র ছাড়িয়েও তিনিই একমেবাদ্বিতীয়তম। গল্পের যুক্তি-তর্ক দিয়ে রজনীকান্তের জনপ্রিয়তা মাপা সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় সাগরের ঢেউ গোনা। আগের ছবি 'বাবা', 'চন্দ্রমুখী', 'মুথু' একযোগে যা জনপ্রিয়তা পেয়েছে 'শিবাজি' বোধহয় তাকেও ছাড়িয়ে গেল।

এবার সত্যিই বলা যায় শিবাজি রাও গায়কোয়াড় ভায়া রজনী হয়ে শিবাজিতেই ফিরলেন।

CANADA EXPRESS TRAVEL AGENCY INC
IATA ATAC
Your reliable award winning IATA approved travel agency
Appointed authorized agents for Etihad Airways, Gulf Air, Biman Bangladesh Airlines and GMG Airlines
Accrdited Agents for: Air Canada, Emirates Airlines, Lufhtansa, KLM, American Airlines, Delta Airlines, TOTAL OF 28 AIRLINES !

British Airways, Qatar Airways, Air France, WestJet, CanJet, U.S. Airways, etc...
Conveniently Located at Your Service
Please contact: Mujib Choudhury & Associates
Largest Bangladeshi Owned Travel Agency
Tel: (416) 693-5864 • Toll Free: 1-800-693-5864 • Fax: (416) 693-6174 • E-mail: canadaexpress@canada.com
2972 Danforth Avenue, Toronto, Ontario M4C 1M6 (Victoria Park & Danforth)

entertainment বিনোদন

মেধাদীপ্ত নোরা

বাঙালী ললনাদের বিশ্ব জয়ের ইতিহাস নতুন কিছু নয়। পাশ্ববর্তী দেশ ভারতে যারা ফিল্মি মিডিয়ার পুরোভাগে আছেন তাদের মাঝে অনেকেই বাঙালী। যদিও জাতিগত বাঙালী আর একেবারে জন্মসূত্রে বাঙালী হবার যে ফারাক সেই ফারাকটি আমাদের ষোল আনা গর্বের সুযোগ করে দিচ্ছিল না সবক্ষেত্রে। আর এই ফারাকটি ঘুচিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের পতাকাটা বিশ্ব দরবারে আরো একটি উঁচু করে তুলতেই যেন হালে নতুন এক আলোচনার জন্ম দিলেন বাংলাদেশের মেয়ে নোরা আলী। আমেরিকা অভিবাসী বাংলাদেশী পরিবারের এই কৃতি সন্তান সম্প্রতি জয় করে নিয়েছেন জুনিয়র মিস আমেরিকা প্রতিযোগিতার খেতাব। আমেরিকার ৫০ টি অঙ্গরাজ্যের মেধাবী ও সুন্দরীদের সাথে প্রতিযোগিতা করে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ৫০.০০০ মার্কিন ডলার ছাড়াও ছিনিয়ে নিয়েছেন জুনিয়র মিস আমেরিকার স্বর্ণপদক। মার্কিন মুলুকের সমস্ত টুয়েলভ গ্রেডের ছাত্রীদের টেক্কা দিয়ে মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের হয়ে সবার মন জয় করেছেন মাত্র ১৭ বছর বয়সেই। তবে তার চাইতেও বড় কথা, পাশ্চাত্যের বসন-ভূষণে মোহাচ্ছন্ন নায় হয়ে নোরা তার বিজয়ের মুহূর্তটিতে স্টেজে হাজির হয়েছেন একেবারেই বাঙালী সাজে। গোলাপী আর সোনালী কাজের পরিচ্ছদে চিনিয়ে দিয়েছেন তার আপন স্বত্তার শিকড়টিকে।

বাঙালীর সাফল্যে ঈর্ষাকাতর হয়ে যার বাঁকা কথা বলতে ভালোবাসেন তারা অনেকেই হয়তো বলতে পারেন যে জুনিয়র মিস আমেরিকা কি আর এমন প্রতিযোগিতা। তাছাড়া নোরা আলী-ই বা কতোটা বাঙালী। এক্ষেত্রে প্রথমেই দু'চার কথা বলে নেয়া প্রয়োজন জুনিয়র মিস আমেরিকার বিজয়ী নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে। বলা হয়ে থাকে যে জুনিয়র মিস আমেরিকা হলো এমন একটি প্রতিযোগিতা যেখানে প্রতিযোগীনিদের একই সাথে পরীক্ষা দিতে হয় তাদের বুদ্ধিবৃত্তি, দৈহিক গঠন, উপস্থাপনা মতা আর শিক্ষাগত সামর্থ্যের। এজন্য প্রথমেই বিচারকদের প্যানেল টুয়েলভ গ্রেড পর্যন্ত অংশগ্রহণকারীদের পড়াশোনার ফল যাচাই করে দেখেন। এরপর দীর্ঘ দু'দিন ব্যাপি সাক্ষাতকার পর্বে তাদের মুখোমুখি হতে হয় মেধা যাচাই এর নানা পরীক্ষা এবং শারিরীক ফিটনেস প্রমাণে। এছাড়া কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী এই প্রতিযোগীতায় প্রতিযোগীদের আরো যেসব বিষয়ে তাদের দক্ষ তার প্রমাণ দিতে হয় তার মধ্যে রয়েছে ডলফিন আইল্যান্ডে সার্ফিং, অয়েস্টার খাবার প্রতিযোগীতা, সফট বল চ্যাম্পিয়নশিপ এবং বালি দিয়ে ভাস্কর্য নির্মান। কাজেই এসব পরীক্ষা উতরে বিজয়ী হওয়া বাংলাদেশী মেয়ে নোরা আলী'র সামর্থ্যের সীমাটা যে নেহাত ক্ষুদ্র কোনো গন্ডিতে সীমিত নয় সে তো বলাই বাহুল্য।

প্রতিযোগীতার ইতিবৃত্ত থেকে এবার আসা যাক নোরা আলীর আলোচনায়। নোরাব বাবা জাকী আলী এবং মা মাহফুজা আলী বাংলাদেশ থেকে আমেরিকার পথে পাড়ি জমিয়েছিলেন আজ থেকে প্রায় বছর ত্রিশেক আগে। ক্রমে ক্রমে সেখানেই স্থায়ী আবাস গাড়েন তারা এবং সেখানেই জন্ম হয় তাদের দু'কণ্যার। সম্প্রতি মিনেসোটার সাউথ সেন্ট পল হাইস্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করা নোরা তার পুরস্কারের অর্থ দিয়ে খুব শীঘ্রই ভর্তি হবেন হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। এছাড়া বড় বোনের সাথে এই টাকা দিয়ে বায়ো মেডিকেলের ব্যবসা করবার ইচ্ছেও রয়েছে তার। নোরা আলী সবসময়ই মনে করেন যে তার এই অর্জনের পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান তার বাবা-মায়ের। গত ত্রিশ বছরে আমেরিকার সমাজে তার বাবা-মায়ের যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামই নোরাকে অনুপ্রাণিত করেছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিশ্রম করবার। আর একারণেই জুনিয়র মিস আমেরিকা ছাড়াও নোরা আলীর রয়েছে বলবার মতো আরো বহু সাফল্য। স্টেমসেল গবেষণায় উলেখযোগ্য অবদান রাখবার কারণে তিনি ইতোমধ্যেই জাতীয় পর্যায়ের স্বীকৃতি পেয়েছেন।

এছাড়া ভায়োলিন এবং পিয়ানো বাদনে দক্ষ নোরাকে তার বন্ধুরা পছন্দ করেন অসাধারণ এক মিউজিক জিনিয়াস হিসেবেও। জন্মের পর এক বছর এবং দশ বছর বয়সে মা-বাবার সাথে বাংলাদেশে এসেছিলেন নোরা। তবে বাংলাদেশের সাথে তার সখ্যতাটি যে এতো কম সময়ের সেটা নোরার কথা শুনে বোঝা মুশকিল। ঢাকার মানুষের বৈচিত্র্য আর রিকশায় মুগ্ধ নোরা তাই বলেন এদেশের মাটিতে হেঁটে বেড়ানোটা তার কাছে ডিজনি ওয়ার্ল্ড এর বর্ণিল প্যারেডের চাইতেও আকর্ষণীয়। আর নিজের সম্পর্কে তার সরল মূল্যায়ন 'আমি অন্য যেকোনো মেয়ের মতোই সাধারণ একটি মেয়ে যে নিজের মাতৃভূমি বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতে চায় বিশ্বব্যাপী।

সাফল্যের চূড়ায় থেকেও মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল উত্তম কুমারকে

।। বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায় ।।

এটা সত্যি স্কচ তো? না কি দেশি হুইস্কিকে স্কচ বলে চালাচ্ছেন? বলেই হেসে গড়িয়ে পড়লেন ভদ্রমহিলা। যেন প্রচণ্ড এক মহার কথা বলেছেন। ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে তখন প্রায় জনাষাটেক লোক। সন্ধে গড়িয়ে গিয়েছে। উত্তমকুমারের জন্মদিনের পার্টি চলছে। 'ছোটি সি মুলাকাত'-এর পর চরম অর্থকষ্ট। তবু বার্থডে পার্টি দিতেই হবে। উত্তমকুমার বলে কথা।

দু'এক বার না-না করেছিলেন সুপ্রিয়া। বলেছিলেন, "এই অবস্থায় পার্টি না দিলেই নয়?" উত্তম বলেছিলেন, "তুমিও যেমন বুঝতে পারছ, আমিও তেমন বুঝতে পারছি। কিন্তু কী করব বল, আমি যে উত্তমকুমার।"

ভদ্রমহিলা প্রশ্নটা করেই হেসে গড়িয়ে পড়েছিলেন। তখন কী একটা যেন করছিলেন উত্তম। ঝট করে মুখটা ঘোরালেন। কয়েক সেকেন্ড চুপ। তার পরে ঠোঁটের কোণে যন্ত্রণাদীর্ণ চাপা হাসি রেখে বলেছিলেন, "উত্তমকুমার দেশি হুইস্কি খাওয়ায় না। এটা বিদেশি স্কচ।"

উত্তমকুমার। এই নামটার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল অনেক যন্ত্রণা। বাইরে থেকে বোঝা যেত না অনেক কিছুই। বাড়ির লোকেরা জানতেন, দিনের পর দিন কত বঞ্চনা, অবমাননার মধ্যে কাটাতে হয়েছে তাকে। বুঝতে পারছেন যে তিনি ঠকছেন। তবুও কিছু বলতে পারেননি। বন্ধ করে দিতে পারেননি ভিদ্রতার আগল।

উত্তমের তখন রমরমা অবস্থা। বহু দিনের শখ মুম্বাইয়ে ছবি প্রযোজনা করবেন। তাঁর বন্ধু আলো সরকারকে পরিচালক করে শুরু করলেন 'ছোটি সি মুলাকাত'-এর কাজ। বাজেটও তৈরি হল মোটামুটি। কিন্তু মুম্বাইয়ের হালচাল ভাল না জানতে পারার জন্য পদে পদে বিপদে পড়তে হয়েছিল তাকে। "বৈজয়ন্তীমালার গায়ে মাখন। হাত দিলে পিছলে পড়ে। এই মুহূর্তে বৈজয়ন্তীকে নিলে পাঁচ সপ্তাহ নিশ্চিন্ত।" শোনালেন আলো সরকার। সেই সময়ে বৈজয়ন্তীর পারিশ্রমিক পাঁচ লক্ষ টাকা। জানতেন না উত্তম। তাকে বলা হল, আট লক্ষ টাকা। শশীকলা নিতেন দু'লক্ষ, দেওয়া হল চার লক্ষ। শঙ্কর-জয়কিষেণ মিউজিক করার জন্য নিতেন দেড় লাখ টাকা। উত্তমকুমার প্রোডাকশন থেকে পেলেন তিন লক্ষ টাকা। অর্থের নয়ছয় শুরু হল। একটাই শুধু কথা, এটা উত্তমকুমার প্রোডাকশন। টাকা নিয়ে কেউ কোনও কথা বলতে পারবে না। একটা সময়ে বুঝতে পারছিলেন উত্তম নিজেই যে, তাকে ঠকানো হচ্ছে। কিন্তু কিছু করার নেই। নামটা উত্তমকুমার।

ছবির কাজ প্রায় শেষ। উত্তম তার দীর্ঘ দিনের বন্ধু আলো সরকারের হাতেই তুলে দিয়েছেন যাবতীয় দায়িত্ব। তার আগে আলোবাবু দু'একটা ছবি করেছিলেন বটে। কিন্তু তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। এই ছবিতে আলো সরকার হবেন দেশের সব থেকে নামজাদা পরিচালক। আর উত্তমকুমার প্রোডাকশন ফুলে ফেঁপে উঠবে পয়সায়। বোঝানো হয়েছিল এটাই।

যাই হোক, শুটিংয়ের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। বাজেট ছাড়িয়ে গিয়েছে বহু আগেই। হঠাৎ মুম্বই থেকে উত্তমের ফোন, সুপ্রিয়াকে। 'এক্ষুনি দু'লাখ টাকা লাগবে। যে করেই হোক জোগাড় করে কালকের মধ্যে নিয়ে এস টাকা, না হলে শুটিং বন্ধ হয়ে যাবে।"

"কেন?"

"বৈজয়ন্তীমালার সঙ্গে নাকি আট লাখ টাকার চুক্তি হয়েছিল। আমি জানতাম ছ'লাখ। শুটিংয়ে এসে আমাকে বলল, দাদা আমার দু'লাখ টাকা বাকি আছে। ওটা না দিলে কাল থেকে শুটিং করব না। তুমি যে করেই হোক টাকার ব্যবস্থা দেখ।" ফোনের ও পার থেকে বললেন উত্তম। আর তার পরেই ফোন কেটে দিলেন। বিপাকে পড়লেন সুপ্রিয়া। কোথা থেকে এত টাকা জোগাড় করবেন। কে দেবে? পাগলের মতো ছুটলেন এ দিক ও দিক। কুড়িয়ে বাড়িয়ে জোগাড়ও হল টাকা। ছুটলেন এয়ার ইন্ডিয়ার অফিসে। কালকের টিকিট চাই, যে-করেই হোক। কিটিটও জুটে গেল।

"আমি একা একটা সুটকেসে টাকাগুলো পুরে ফ্লাইটে উঠে পড়লাম। সঙ্গে ছোট্ট একটা ব্যাগে সামান্য জামাকাপড়।" বলেছিলেন সুপ্রিয়া। কিছু দিন আগেই তার দুই হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছে। উঠতে পারছেন না। যন্ত্রণায় মাঝেমাঝেই কুঁকড়ে যাচ্ছে মুখ। কিন্তু উত্তমকুমারের যন্ত্রণার দিনগুলি বর্ণনা করতে গিয়ে নিজের কষ্টের কথা আর মনে থাকছে না।

"ফ্লাইটে আমার পাশেই দু'জন পাঞ্জাবি লোক বসে রয়েছেন। দু'জনের মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম, সুবিধার নয়। দু'জনে গল্পচ্ছলে আমার গায়ে হাত দিচ্ছিল। বারেবারেই তাকাচ্ছিল আমার সুটকেসের দিকে। এক সময় ওদের অসভ্যতাটা এমন পর্যায়ে গেল যে, আমি এয়ারহোস্টেসকে ব্যাপারটা বলতে বাধ্য হলাম। এয়ারহোস্টেস আমাকে ককপিটে নিয়ে গেলেন। পাইলটকে বলা হল সব। পাইলট আমাকে ওখানেই বসেত বললেন। মুম্বই পৌঁছেই ছুটলাম উত্তমের কাছে। টাকাটা তুলে দিলাম। শুনলাম সব কথা। কিছু বলার নেই। লোকটা যে উত্তমকুমার। তার সম্মানটা আমার কাছে অনেক বড়।"

'ছোটি সি মুলাকাত' ধরাশায়ী হয়েছিল। চরম অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছিল উত্তমকুমারকে। বাজারে প্রায় তিরিশ চল্লিশ লক্ষ টাকা ধার। কোথা থেকে শোধ করা হবে। অন্য অনেকেই হয়তো এটা গায়ে মাখতেন না। আজ দিচ্ছি কাল দিচ্ছি বলে কাটিয়ে দিতেন। মামলা মোকদ্দমায় যেতেন। কিন্তু উত্তম পাই-পয়সা মিটিয়ে দিয়েছিলেন সবার।

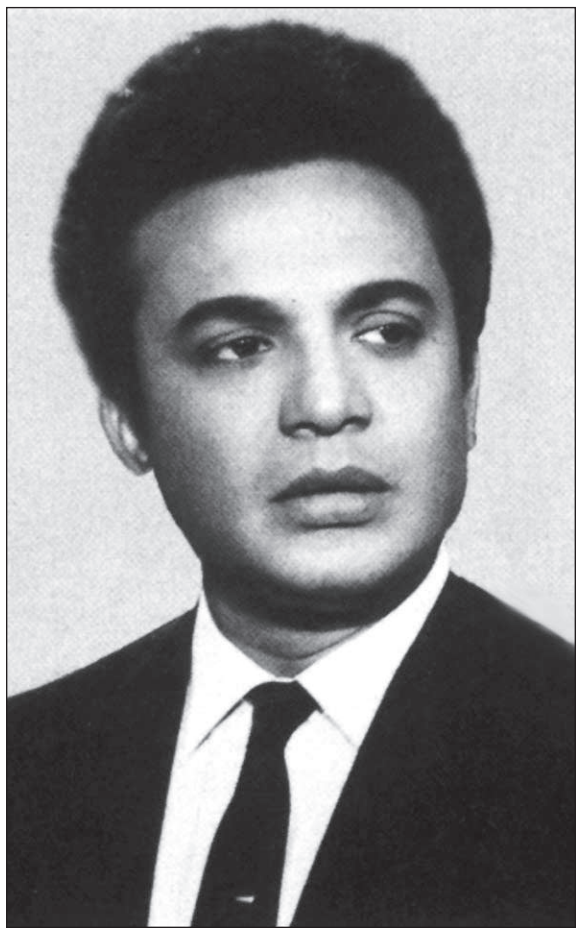

"সেই সময়ে আমরা দিনের পর দিন শুধু আলুপোস্ত আর কুচো চিংড়ি খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। নানান রকম ভাবে রান্না করতাম ওই এক পোস্ত আলু আর চিংড়ি। কিচ্ছু বলতেন না উত্তম। উল্টে রান্নার তারিফ করতেন। বুঝতে পারতোম কষ্টটা। কিছু করার নেই। কী যে যন্ত্রণার মধ্যে কাটিয়েছিলেন সেই সময়টা। তবুও উত্তমোচিত ঠাঁটবাট বজায় রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন," বললেন সুপ্রিয়া।

শুধু সেই সময় কেন, জীবনের প্রথম থেকেই তাকে যন্ত্রণা পেতে হয়েছে বারেবারে। অসিত চৌধুরী এক বার ডেকে পাঠালেন উত্তমকে। নতুন একটা ছবিতে সই করাবেন বলে। ছবির নাম 'ছেলে কার'। নায়ক হবার কথা ছিল বিকাশ রায়ের। কিন্তু বিকাশ রায়ের ডেট না থাকার জন্য ডাকা হয়েছিল উত্তমকে। সই করার দিন সকাল থেকেই উত্তেজিত ছিলেন উত্তম। সময় মতো ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে পৌঁছেও গিয়েছিলেন। ওখানেই দেখা হল বিখ্যাত পরিচারক নরেশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। লনে পায়চারি ছবিতে সই করছেন। নরেশবাবু বললেন, "এই ছবিতে তোমার কাজ করা হবে না। গিয়ে দেখা।" দুরুদুরু বুকে উত্তম গেলেন। চুক্তিপত্র পড়লেন। সই করতে যাচ্ছেন হঠাৎ পেনটা কেড়ে নিলেন বিকাশ রায়। "আমি করছি হে। ডেট ম্যানেজ করে ফেলেছি। মুহূর্তে পাল্টে গেল পরিবেশ। অসিত চৌধুরী বের করে দিলেন উত্তমকে।

বছর কুড়ি পরে সেই অসিত চৌধুরীকেই তার ছবির ডিস্ট্রিবিউশনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন উত্তম। সবাই জিজ্ঞেস করেছিল, এটা কী হল? যে-লোকটা তোমার হাত থেকে পেন কেড়ে নিয়েছিল। করেছিল চরম অপমান, তাকেই তুমি এত বড় সুযোগটা দিলে? ভুবনমোহিনী হাসি হেসে উত্তম বলেছিলেন, "জুতো মেরে গরু দান হে, গরু দান।"

উপকৃত হয়েছিলেন অসিত চৌধুরী উত্তমের কাছে। প্রতিদানও দিয়েছিলেন কড়ায় গন্ডায়। প্রথম বার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে উত্তমের। ডাক্তারের কড়া নিষেধ কারওর সঙ্গে দেখা করা যাবে না। কথা বলা যাবে না। সেই সময় এক দিন হঠাৎই এলেন অসিত চৌধুরী। খুব বিপদে পড়ে। অনেক করে ডাক্তারকে রাজি করানো হল। শর্ত হল কোনও ঝামেলার কথা বলা যাবে না। অসিতবাবু ঢুকেই বললেন, উত্তমকুমার প্রোডাকশনের সুপারহিট পাঁচটা ছবির নাকি ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া হয়নি। তার মধ্যে রয়েছে 'সপ্তপদী', 'হারানো সুর'ও। মুখে মুহূর্তে রক্ত জমে গেল উত্তমের। কী একটা বলতে গিয়েও বললেন না। হার্টবিট বাড়তে লাগল। পাশে বসা ডাক্তার কড়া চোখে তাকিয়ে আছেন অসিত চৌধুরীর দিকে। বারণ করা সত্ত্বেও....

"আমাকে কী করতে হবে?"

ওই ক'টা ছবি যদি আমাকে দিয়ে দাও তা হলে ম্যানেজ করতে পারি। বললেন অসিতবাব। আর একটিও কথা বললেন না উত্তম। লিখে দিলেন ওই পাঁচটা ছবির স্বত্ব। সুপারডুপার হিট ছবির ভবিষ্যৎ ব্যবসা শেষ হয়ে গেল।

যাক সে কথা। '৬৭ থেকে 'ছোটি সি মুলাকাত'-এর ঋণের বোঝা উত্তম বয়ে বেড়িয়েছেন '৭৩ পর্যন্ত। সেই সময়' উত্তমের পারিশ্রমিক ছিল দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকা। সুপ্রিয়া নিতেন এক লক্ষ পঁচিশ থেকে দেড় লক্ষ। কিন্তু ঋণ শোধ করার জন্য চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট হাজারেও বহু কাজ করতে হয়েছে উত্তমকে। এবং উত্তমের ওই অবস্থার সুযোগ নিয়েছেন অনেকেই। সাধারণ হিন্দি ছবির জন্য পাঁচ ছ'লক্ষ টাকার টোপ দিয়ে, দু'আড়াই লাখ টাকা ধরিয়ে দিয়েছেন ছবির শেষে। সেই সময়কার প্রখ্যাত পরিবেশক অজিত রায় একবার বলেছিলেন, "উত্তমদার ওই দুরবস্থার সময় সত্যিকারের বন্ধু বলতে প্রায় কেউ পাশে এসে দাঁড়ায়নি। উল্টে তাকে ব্যবহার করেছে সকলে। সামান্য টাকায় সই করিয়ে নিয়েছেন বহু ছবি।" হায় রে মহানায়ক! গলা পর্যন্ত ঋণ। বকেয়া টাকার কথা বেমালুম ভুলে যাওয়ার ভান করেছিলেন ইন্ডাস্ট্রির অনেক প্রযোজকই। তবুও হাল ছাড়েননি উত্তম। বাঁচতে তাকে হবেই। সেই সময়সীমার মধ্যে যে-ক'টা ছবি করেছিলেন, তার প্রায় সবই সুপারহিট। প্রযোজকরা ফুলে ফেঁপে লাল। উত্তমের ভাঁড়ার শূন্য।

'৭৩। আর মাত্র পাঁচ লাখ টাকা বাকি। পাওনাদাররা প্রায়শই তাগাদা দিচ্ছেন। এক দিন ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে ডাকা হল তাদের। ব্যাপক খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন। স্কচ, হুইস্কির ফোয়ারা। খেয়ে টালমাটাল অবস্থা সবার। যারা এত দিন কুকথা বলতে ছাড়েননি, তাদেরই পেটভরে খাওয়ালেন উত্তম। তার পর সবাইকে একে একে বাড়িতে ছেড়ে এলেন নিজের গাড়ি করে। বাড়িতে নামিয়ে, ধরিয়ে দিলেন টাকার খাম। সব কাজ মিটতে বেজে গেল রাত সাড়ে তিনটে। বাড়ি ফিরে এলেন উত্তম। মুখে প্রশান্তির হাসি।

"ঋণমুক্ত হলাম। উত্তমকুমার ঋণ রেখে মরতে চায় না।" বলেছিলেন উত্তম, জোর গলায়। কিন্তু যারা উত্তমকে নিয়ে সারাজীবন ব্যবসা করে গেলেন, তারা শুনতে পেলেন না উত্তমের সেই কথা। রাতের তারারা শুধু মুচকি হেসে সায় দিয়েছিলেন।